চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টরন্টোতে এমপিপি মেরি-মার্গারেট ম্যাকমাহনের সঙ্গে চসিক মেয়রের বৈঠক

জলবায়ু সহনশীলতা, স্টার্টআপ ও নার্সিং কর্মসংস্থানে সহযোগিতার আলোচনা টরন্টোর বাংলা টাউনের কাছে ড্যানফোর্থে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের সংসদ সদস্য (মেম্বার অফ প্রভিনশিয়াল পার্লামেন্ট; এমপিপি) মেরি-মার্গারেট ম্যাকমাহনের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মেরি টরন্টোর বিচ-ইস্ট ইয়র্ক এলাকার এমপিপি এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির দীর্ঘদিনের সুহৃদ ও সমর্থক হিসেবে পরিচিত।কানাডা সময় সোমবারের বৈঠকে দুই দেশের উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতার নানা দিক নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। আলোচনার মূল বিষয়গুলো ছিল—জলবায়ু সহনশীলতা, স্টার্টআপ ইনকিউবেশন এবং কানাডায় নার্সিং ও পিএসডব্লিউ পেশায় বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান।চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকি প্রসঙ্গে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “টরন্টোর মতো চট্টগ্রামও জলবায়ু পরিবর্তনের বড় ধরনের হুমকির মুখে।” এই প্রেক্ষিতে কানাডার আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে আরও জলবায়ু সহনশীল নগরে রূপান্তর করার আহ্বান জানান তিনি। নদী ও খাল পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনে টরন্টোর অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা চাওয়া হয়।স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রসঙ্গে মেয়র উল্লেখ করেন, “চট্টগ্রামের তরুণ উদ্যোক্তাদের অসংখ্য সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু একটি কার্যকর ইনকিউবেটরের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে।” তিনি অন্টারিও প্রদেশের ‘মার্স ডিসকভারি ডিস্ট্রিক্ট’ -এর মতো বিশ্বমানের ইনোভেশন হাব চট্টগ্রামে স্থাপন বিষয়ে এমপিপির সহযোগিতা কামনা করেন, যাতে কানাডিয়ান ভেঞ্চার ক্যাপিটালও যুক্ত হতে পারে।কানাডায় নার্স ও পার্সোনাল সাপোর্ট ওয়ার্কার (পিএসডব্লিউ) পেশায় দক্ষ জনবলের অভাব এবং বাংলাদেশের নার্সিং স্কুলগুলোর স্বীকৃতির ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরেন মেয়র। তিনি এসব স্কুলকে কানাডিয়ান মানদণ্ড অনুযায়ী স্বীকৃতি পেতে সহযোগিতার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি, বাংলাদেশে যৌথভাবে কোনো কানাডিয়ান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও উত্থাপন করেন।

এমপিপি মেরি-মার্গারেট ম্যাকমাহন উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রেই গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, “আমি সবসময় বাংলাদেশের পাশে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকতে চাই। এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।”

বাজেট বাস্তবায়ন বিষয়ে চসিকে দু’দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে (চসিক) বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দু’দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় পরিচালিত “সিটি কর্পোরেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প”-এর আওতায় এই কর্মশালার আয়োজন করে চসিকের হিসাব বিভাগ। মঙ্গলবার উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী সচিব মো. জিল্লুর রহমান। প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের ফিনান্সিয়াল স্পেশালিস্ট এম. এ কুদ্দুস। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আশুতোষ দে, আবদুছ ছালাম, বিপুল কুমার নন্দী, নেজামুল হক, আরমানুল আলম, মো. নাজিম উদ্দিন, জহির উদ্দিন মো. বাবলু, দেবাশীষ বড়ুয়া, সমীর চৌধুরী, সুলতান মো. কামরুজ্জামান, মো. মফিজ উদ্দিন, মো. বোরহান উদ্দিন, জিন্নাত আলী মানিক, মো. আবদুল মজিদ, মো. রেজাব উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন ভূইয়া, মো. মোরশেদ, মো. গিয়াস উদ্দিন, সৈয়দা রাবেয়া আলম, অর্পনা রানী দাশ, মো. আলী, ইদ্রিচ আলম, সিরাজুল মুনির, অরুপ কুমার সাহা, জাহিদ রেজা চৌধুরী প্রমূখ।উদ্বোধনী বক্তব্যে চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, “বাজেট বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপেই সুনির্দিষ্টতা ও জবাবদিহি

নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সকল কর্মকান্ডের পেছনে জনস্বার্থ জড়িত, তাই যথাযথ পরিকল্পনা ও দক্ষ বাস্তবায়নই নগরবাসীর জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।”

চসিকের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর চসিক সম্মেলন কক্ষ, প্রধান নগর ভবন, বাটালি হিল, টাইগারপাস, চট্টগ্রামে মঙ্গলবার জরুরি প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ব্রিফিং এ চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে বাসাবাড়ি থেকে ডোর-টু-ডোর ময়লা সংগ্রহে দীর্ঘদিন ধরে চলা নৈরাজ্য ও ইচ্ছামত টাকা আদায় রোধে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। চসিকের নতুন নীতিমালার আওতায় বাসা-বাড়িগুলো থেকে ন্যুনতম হারে নির্ধারিত সেবামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বাইরে কাউকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে দেওয়া হবে না। ডোর-টু-ডোর ময়লা সংগ্রহে সেবা নিশ্চিতে ৪১টি ওয়ার্ডের জন্য টেন্ডার আহ্বান করে ১৯২টি শিডিউল বিক্রি হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে অভিজ্ঞ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত হারে ময়লা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, “কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রথমে সতর্কতা, পরে চুক্তি বাতিল পর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্য নগরবাসীকে একটা সহনীয়, সুশৃঙ্খল ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচ্ছন্নতা সেবা দেওয়া।”নগরীতে চলমান জলাবদ্ধতার জন্য বাসাবাড়ি থেকে যত্রতত্র ময়লা ফেলা এবং অপরিকল্পিত আবর্জনা ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে তিনি বলেন, “ড্রেন পরিষ্কারের পর আবার ময়লা জমে। কারণ, অনেকে জানালা দিয়ে ময়লা ফেলে দেয়। আমরা চাই এই ব্যবস্থাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে।”এ সময় চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, “বর্তমানে কিছু কোম্পানি মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে ২০০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে অথচ সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে তাদের কোনো চুক্তি নেই। আরেকটি প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে রিট করেও কিছু এলাকায় তারা কাজ বন্ধ রাখছে। আমরা আইনি পথে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।”তিনি জানান, নতুন সিস্টেমে প্রতিটি কোম্পানিকে শ্রমিকের বেতন, গাড়ির সংখ্যা ও এলাকা অনুযায়ী সক্ষমতা যাচাই করে অনুমোদন দেওয়া হবে। বিশেষ করে যাদের শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স আছে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।তিনি বলেন, “আমি প্রতিদিন ৩০-৪০টি কল পাই, যেখানে বাসা থেকে ময়লা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়। মানুষ বলছে—টাকা দিচ্ছি, ময়লা নিচ্ছে না। তাই আমরা সঠিক প্রক্রিয়ায় এই সমস্যার সমাধান করতে চাই।”

তিনি আরও জানান, “ইতিপূর্বে প্রায় ২০০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মী ডোর-টু-ডোর কাজের জন্য নিয়োগ পেলেও যারা তিন মাস ধরে কাজে আসছেন না, আমরা ‘নো ওয়ার্ক, নো পে’ নীতিতে তাদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নতুন শ্রমিক নিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছি।”

সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব যানবাহন ও ইকুইপমেন্টের সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “অনেক যন্ত্রপাতি ২০-২৫ বছরের পুরনো। স্কেভেটর বা চেইন ডোজার ভাড়া করে ময়লা সরাতে হচ্ছে। নাগরিকদের সেবায় এই খাতে আরও বরাদ্দ প্রয়োজন।”

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহি এবং উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, ডা. এস এম সারোয়ার আলম প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮